গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
চট্রগ্রাম মহানগর কার্যালয়
পরিবেশ ভবন, জাকির হোসেন রোড
ফয়েজ লেক এলাকা,খুলশী, চট্রগ্রাম -৪২০২
www.doe.gov.bd

পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন

ছাড়পত্র নং: ২২-৮৬৭৮৭

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে সংযুক্ত শর্তে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন প্রদান করা হলো :

প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম	:	TRIDENT CYCLES COMPANY LTD.
উদ্যোক্তার নাম	:	FAN JUI LAN
সনাক্তকরণ নং	:	১৪১০১৬
প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের কার্যক্রম	:	শুধুমাত্র বাইসাইকেল এক্সেসরিজ, অ্যাসেম্বেলিংএবং প্রস্তুত কাজ পরিচালনা
প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের শ্রেণী	:	Green
প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ঠিকানা	:	TRIDENT CYCLES COMPANY LTD. SECTOR # 03, PLOT NO# 34 KEPZ, STILL MILL, CHITTAGONG
প্রদানের তারিখ	:	26/10/2022
মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	:	28/11/2023

এ ছাড়পত্র সনদের সাথে পৃথকভাবে সংযুক্ত প্রদত্ত শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে, অন্যথায় ছাড়পত্র বাতিল/ক্ষতিপূরণ আদায়সহ যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিঃদ্রঃ এটি একটি সিস্টেম জেনারেটেড ছাড়পত্র এবং এতে কোনোরূপ স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই।

পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন এর জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী:

১ . এ ছাড়পত্র প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র বাইসাইকেল এক্সেসরিজ, অ্যাসেম্বেলিংএবং প্রস্তুত কাজ পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে।

২ . কারখানাটিতে কোন কর্মকান্ড ও উৎপাদন প্রক্রিয়া দ্বারা কোনভাবেই পরিবেশ দূষণ করা যাবে না।

৩ . কারখানা চালু অবস্থায় প্রতি ০৬(ছয়) মাস অন্তর অন্তর বছরে ০২(দুই) বার বায়ু ও শব্দের গুণগত মান বিশ্লেষণ ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

৪ . কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে।কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার –সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

৫ . পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদ্বসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

৬ . কারখানায় সৃষ্ট বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ অথবা পরিশোধনপূর্বক তা স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মতভাবে অপসারনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৭ . কারখানাটির বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে পরিবেশ দূষণমূলক কোন অভিযোগ উত্থাপিত ও অত্র দপ্তর কর্তৃক তা প্রমানিত হলে অত্র দপ্তরের নির্দেশিত নিয়ন্ত্রণ / সংশোধনমূলক ব্যবস্থাদি (স্থানান্তর/কার্যক্রম বন্ধসহ) গ্রহণ করতে আপনার প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকবে।

৮ . অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষনিক কার্যকরী রাখতে হবে।

৯ . কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যরে নি:সরন/নিগর্মন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭ এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে।

১০ . প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দ্বারা জনস্বার্থের ক্ষতি হলে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর না থাকলে এবং এর ফলে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি হলে Polluters Pay Principal অনুসারে ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দিতে হবে।

১১ . সরকার অনুমোদিত 3R(Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resources Conversation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

১২ . বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৩ . এ ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত নির্ধারণ করে না।

১৪ . পরিবেশ অধিদপ্তর কোন কারন দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন সময় যে কোন শর্ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করার ক্ষমতা সংরক্রাশণ করে।

১৫ . এই নায়নপত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নবায়ন ফি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে।

১৬ . ছাড়পত্রের মূলকপি প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট টীম, পরিদর্শক বা কোন কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানটি পরিদশৃনে গেলে তাদেরকে ছাড়পত্র /নবায়নপত্র প্রদর্শন ও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিদর্শনে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

১৭ . উপরোক্ত ০১-১৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনরূপ উদাসীনতা, শিথিলতা বা যে কোন শর্তেও লংঘন পরিবেশ দূষণ সংশ্লিষ্টতায় জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি বিবেচনায় প্রদত্ত ছাড়পত্র বাতিলসহ আপনার/ আপনার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫(সংশোধিত-২০১০); পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭ এবং শব্দ দূষণ(নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ অনুসারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।